পুরুষালী ঈদঃ
অর্ধ-পূর্ণ না অর্ধ-শূন্য

মোহাম্মদ ওমর ফারুক

সৌজন্যঃ লেখকের মূল ইংরেজী প্রবন্ধ "Masculine Eid: Half-Full or Half-Empty"*
থেকে অনূদিত

বলা হয়ে থাকে, যারা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন তারা একটি গ্লাসকে অর্ধ-শূন্যের পরিবর্তে দেখতে পান অর্ধ-পূর্ণ। কিন্তু কখনো কখনো কি এমনও হতে পারে যে গ্লাসকে অর্ধ-শূন্য দেখা বা দেখতে পাওয়াই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক? আসুন, দেখা যাক।

এখানে যুক্তরাষ্ট্রে আমার পরিবারে আমি ছাড়া বাকী সবাই মেয়েঃ আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এবং দুই কন্যা। বিয়ের পরপরই আমাদের দাম্পত্য জীবন এখানে শুরু হয় সুদূর প্রবাসে, মাতৃভূমির সংস্কৃতি ও আচার-প্রথার ছোঁয়া থেকে অনেকটা দূরে। আমার দু' মেয়ের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। এখানেই তারা বড় হচ্ছে।

১৯৮১ সালে যখন আমি প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসে আসি এবং এখানে মস্‌জিদে যাতায়াত শুরু করি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা ছিল আমার জন্য এক ধরণের কালচার শক্‌। ভিড়মি খাওয়ার মত! পাঠকেরা আশাকরি আমার সামান্য নাটকীয়তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মসজিদে মহিলাদের আসার সাথে আমরা অনেকেই অভ্যস্ত নই। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশেই শুধু নয়, প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই। নারী আর পুরুষ ভিন্ন এবং তাদের পরিসর একেবারেই আলাদা (mutually exclusive) - এমন ধারণা বা মানসিকতা ব্যাপকভাবেই আমাদের মাঝে আছে। অন্ততঃ আমরা সাধারণতঃ মনে করে থাকি যে মস্‌জিদের অঙ্গনটা মূলতঃ আমাদের, অর্থাৎ পুরুষদের, জন্য।

আমাদের উদারতা যদি যথেষ্ঠ হয় তাহলে আমরা হয়ত যে সব নারীরা মস্‌জিদ থেকে দূরে সরে থাকতে পারে না, তাদের আসাটা ক্ষুন্নমনে বা নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে পারি। তবে সেক্ষেত্রেও আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে কেউ যেন তাদেরকে দেখতে না পায় অথবা তাদের উপস্থিতি যেন থাকে সবার অগোচরে। দেয়াল অথবা কোন না কোন ধরণের পার্টিশন থাকা চাই। লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় এ ধরণের কোন দেয়াল বা পার্টিশন ছিল না। সুতরাং এ জাতীয় পার্টিশন বিদয়াত হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিৎ। কিন্তু যারা বিদয়াত নিয়ে সদাসর্বদা উদ্বিগ্ন তাদের দৃষ্টিতে এগুলো বিদয়াত হিসেবে কেমন করে যেন ধরা পড়ে না।

নারীদের চোখ আছে, কিন্তু মস্‌জিদের কর্মকান্ড থেকে যদি তারা উপকৃত হতে চায়, তাহলে তাদের শুধু শ্রবণ শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে। এমনকি তারা সাধারণতঃ ইমামকেও দেখতে পায় না, যদিও রাসূলুল্লাহ্‌র সময়ে নারীরা তাকে ইমাম হিসেবে শুনতেও পেত, দেখতেও পেত।

বাংলাদেশে, দৃষ্টান্তস্বরুপ, কোথাও কোথাও শহুরে এলাকায় মহিলাদের মস্‌জিদে আসতে যেতে দেখেছি। তবে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর আমার জন্য আরও বড় শক্‌ ছিল, যখন মহিলাদেরকে অংশ গ্রহণ করতে দেখি ঈদের নামাজেও। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! মনে করেছিলাম ঈদের অঙ্গনটা আমরা পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত। আমি অবশ্য আমেরিকাতে আসি বিয়ের আগেই। তাই তখন এ নিয়ে আমার প্রিয়তমার সাথে কোন টানা-হেঁচড়া করতে হয় নি, যদিও সে হয়ত সানন্দে আমাকে একাই পাঠিয়ে দিত ঈদগাহে (আনন্দ ও উৎসবের সমাবেশে, যাতে তার হয়ত কোন ভাগ থাকত না)।

শুরুতে মনে হয়েছিল এরকমটি হয়ত আমেরিকার দূষিত সামাজিক পরিবেশের কারণে। আমাদের দেশে, ঈদের কার্যক্রম - বিশেষ করে ধর্মীয় দিকগুলো - মূলতঃ পুরুষদের একচেটিয়া অঙ্গন। আমরা সবাই ভোর বেলা জেগে উঠি (সাধারণত ঘুম ঘুম চোখে, উৎসবমুখী পরিবেশে অনেক দেরীতে ঘুমাতে যাবার জন্য), গোসল করি, কাপড়-চোপর পড়ে সাজি। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া, ওদের - অর্থাৎ ওই দুর্ভাগা গরীব গুলোর - মত অবস্থা আমাদের অনেকেরই নয়। তাই প্রতিটি ঈদে আমাদের থাকে নতুন পোষাক, রকমারী উপহার, খরচ করার জন্য পকেটে পয়সা, ইত্যাদি। তারপর উল্লসিত ও আতরী চিত্তে আমরা চলি সেই ঈদগাহের পানে - যা হচ্ছে আমাদের পুরুষদের অঙ্গন। অবশ্য পথে ঐ কিছু কিছু দুর্ভাগী ভিক্ষুক নারী, যারা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা ধারণা রাখে না, বিশেষ করে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপারে, তাদের প্রতি আমাদের কিছুটা দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানোর সুযোগ হয়। বাকী নারীরা ঘরেই থেকে যায়। তার মানে এই নয় যে তারা বাইরে যায় না। আসলে অনেকেই মৌমাছির মত নিয়মিত বা ঘন ঘনই মৌচাকে ঢুঁ মারে - আজকাল অবশ্য ঢাকায় মৌচাক মার্কেটের চেয়ে আরও অনেক শানদার বা বর্ণাঢ্য বিপণী আকর্ষণ রয়েছে।

মধ্যবিত্ত পরিবারের কিশোরী-তরুণীরা ঈদের দিনে কিছুটা অবসর-বিনোদনেই কাটায়। তবে প্রাপ্তবয়স্কারা, বিশেষ করে বিবাহিতারা, সারা দিন নিবেদিত থাকে স্বহস্তে রকমারী খাবারের রান্না-বান্নায় ব্যস্ত, যেসব সুস্বাদু খাবারের স্মরণমাত্রই জিহ্‌বায় লালা আসে। সেদিনের পরিসরে তারা হয়ত কোন সুহৃদ বা আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে যায়, অথবা মেহমানদের আতিথেয়তা করে। কিন্তু ঈদের উৎসব-উল্লাসে তাদের ভাগ মোটামুটি এতটুকুই। সুতরাং এখানে, এই পাশ্চাত্য সমাজে, আমাদের আচার-প্রথার একি উৎকট পথচ্যুতি অথবা দূষিতকরণ!

আমেরিকায় আসার বছর তিনেক পর আমি বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হই তার সাথে যে

আমার হৃদয় হরণ করেছিল বেশ আগেই। পরবর্তী ঈদে আমরা দুজনে এই উৎকট পরিবেশে অংশগ্রহণ করি, এবং বলতেই হবে যে তা আমাদের এতটুকুও খারাপ লাগলো না। এই অভিজ্ঞতাসহ আরও বেশ অনেকগুলো কারণে, যেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনায় যাব না, আমি আমার চেতনা ও বিবেকের রাডারের নতুন করে অ্যাডযাষ্ট করি এবং কোর্‌আন ও হাদীস শাস্ত্র (বিশেষ করে, মূল উৎস গুলো, যেমন বুখারী, মুসলিম, ইত্যাদি; আমাদের পুঁথি শাস্ত্র নয়, যেমন মক্‌সুদুল মোমেনীন, সহজ নামাজ শিক্ষা, অথবা নেয়ামুল কোর্‌আন নয়) পড়া শুরু করি। আমেরিকায় আসার আগেই কোর্‌আন ও হাদীস শাস্ত্রের ওপর পড়াশোনা বেশ কিছুটা করার সুযোগ হয়েছিল, তবে যখন এসব পড়াশোনা আমাদের বদ্ধমূল ধারণার আলোকে হয়, সাধারণতঃ আমরা যা পড়ি তা থেকে আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণারই প্রতিফলন বা সমর্থন পেয়ে থাকি।

বুখারী-মুসলিম আগেও পড়েছি। কিন্তু এবার যখন আমার মনের অ্যান্টেনাটি নতুন ভাবে অ্যাডজাষ্ট করে সচেতন হয়ে নারী প্রসঙ্গের হাদীস নিয়ে পড়া শুরু করি, আরও নতুন নতুন শক্‌-এর জন্য আমাকে প্রস্তুত হতে হয়। না, মহিলারা যে মস্‌জিদে, বিশেষ করে ঈদের নামাজে আসে, এটা কোন উৎকট কিছু নয়। তারা যা করছে তা ইসলাম যা করতে অনুপ্রাণিত করে ও নির্দেশনা দেয় তা-ই। আসলে আমাদের মুসলিম সমাজের বিকৃত সংস্কৃতিতে, যেমন বাংলাদেশে, যা হচ্ছে, যেমনটি এক্ষেত্রে, তা আসলে ইসলাম যা শেখায় তার একেবারেই বিপরীত। ইসলাম আমাদের কি শেখায়?

সহীহ বুখারীঃ ১ম খন্ড, #৩২১
‘হাফসা বর্ণনা করেছেনঃ ‘আমরা আমাদের অল্পবয়স্ক মেয়েদের দুই ঈদের নামাজে যেতে নিষেধ করতাম। একজন মহিলা এলো এবং বনি খালাফ-এর প্রাসাদে অবস্থান করলো। সে তার বোনের স্বামীর কথা বর্ণনা করলো যে রাসূলুল্লাহর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, যেগুলোর মধ্যে ছয়টিতে সে নিজেও তার স্বামীর সাথে যোগ দিয়েছিল। সে (অর্থাৎ তার বোন) বললোঃ ‘আমরা আহতদের সেবা শুশ্রষা করতাম এবং অসুস্থদের দেখাশোনা করতাম। একবার আমি নবীজীকে জিজ্ঞেস করলামঃ ‘আমাদের কারও যদি জিলবাব (আচ্ছাদন) না থাকার কারণে বাইরে যাওয়া না হয় তাতে কি কোন দোষ হবে?’ [মন্তব্যঃ ডঃ মুহম্মদ মুহসীন খানের ইংরেজী অনুবাদে মুখাবরণ (Veil) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা ভূল। কারণ, মূল হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে ‘জিলবাব’, যা শরীরের জন্য একটি অতিরিক্ত বাহ্যিক আবরণ, যা মাথাও ঢেকে রাখে, কিন্তু মুখাবরণ বা নিকাব নয়। এটি অনুবাদকের অবাঞ্ছিত, পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক)।] তিনি বললেনঃ ‘যদি কারও (জিলবাব) নাও থাকে, তবে তার সাথীরটি দিয়ে হলেও নিজেকে জড়িয়ে নেয়া উচিৎ এবং সৎ কাজে ও মুসলিমদের উৎসব-সমারোহে অংশগ্রহণ করা উচিৎ।’ যখন উম্ম আতিয়া এলো তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে সে এটি নবীজীর কাছে থেকে শুনেছে কি না। সে জবাব দিলঃ ‘হ্যাঁ। আমার পিতা তার (নবীজীর) জন্য উৎসর্গিত হোক। ... আমি নবীজীকে বলতে শুনেছিঃ ‘কুমারী তরুণী ও যুবতীরা যারা প্রায়শঃই পর্দার আড়ালে থাকে এবং যারা ঋতুবতী

তাদেরও বাইরে এসে মুসলিমদের সৎ কাজ ও উৎসব-সমাবেশে অংশগ্রহণ করা উচিৎ। তবে ঋতুবতীরা নামাজের অঙ্গন থেকে দূরে থাকবে।' হাফসা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলোঃ 'তুমি কি ঋতুবতীদের কথা বললে?' উম্ম আতিয়া জবাব দিলঃ 'কেন, আরাফাতের (হজ্জ্বের) প্রাঙ্গনে কি তারা উপস্থিত হয় না এবং বিবিধ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে না?'

সহীহ বুখারীঃ ২য় খন্ড, #৮৮

উম্মে আতিয়া বর্ণনা করেছেঃ 'আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হোত ঈদের দিনে বাইরে যেতে, এমন কি কুমারী ও ঋতুবতী মেয়েদেরও সঙ্গে নিতে যাতে করে তারাও সমবেত মানুষদের পেছনে দাঁড়াতে পারে এবং সবার সাথে তাকবীর ধ্বনিতে ও যিক্‌রে এবং সেইসাথে দিনটির বর্‌কতে ও পরিশুদ্ধিতে শামিল হতে পারে। [মন্তব্যঃ ডঃ মুহসীন খান এক্ষেত্রে মূল আরবীর যথাযথ অনুবাদের পরিবর্তে তার নিজের ভাবধারার ছাপ রেখেছেন। 'মানুষদের' পেছনে অনুবাদের পরিবর্তে তিনি অনুবাদ করেছেন 'পুরুষদের' পেছনে। অথচ মূল আরবীতে রয়েছে 'খালফান্নাস', 'খালফার-রিজালি' নয়। নাস-এর অর্থ মানুষ, পুরুষ নয়।]

সুবহানাল্লাহ! দেশে থাকতে যখন বুখারী-মুসলিম আগা-গোড়া পড়েছি, তখন এ হাদীসগুলোও নিশ্চয়ই পড়েছি, তবু আমাকে এগুলো নতুন অভিজ্ঞতার শক্‌-এর মাধ্যমে কেন উপলব্ধি করতে হলো? আমাদের সম্মানিত ওলামারা কি এ ব্যাপারে সম্যকভাবে অবহিত নন? এই হাদীসগুলো অনুযায়ী তরুণী-বৃদ্ধা, কুমারী-বিবাহিতা, ঋতুবতী কিংবা অঋতুবতী, মাথা ঢাকার মত আচ্ছাদন নিজের আছে কি নেই, সব মহিলাদেরই ঈদের নামাজে এবং মুসলিমদের ভাল সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য রাসূলুল্লাহর অকাট্য ও তাগিদপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে।

আমার মেয়েরা এখন ১৭ আর ১৩। তারা আমাদের সাথে মস্‌জিদ কেন্দ্রিক ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে। আমি এখন চিন্তাও করতে পারি না, আমার প্রিয়তমা জীবনসঙ্গী আর মেয়েদের বাদ দিয়ে ঈদগাহে যেতে। তাহলে তা আর ঈদ (আনন্দ-উৎসব) হবে কিভাবে?

কেউ কেউ বলতে পারেন যে ঈদগাহে না যেতে পারে আমরা তো আমাদের পরিবারের কোন মহিলা সদস্য (মা, স্ত্রী, বোন, কন্যা)-কে অসুখী হতে দেখিনি বা দেখি না! আসলে, acculturation প্রক্রিয়া রয়েছে যার মাঝ দিয়ে মানুষ শিশুকাল থেকে একটি সমাজের সংস্কৃতির সাথে অভ্যস্ত ও একাত্ম হয়। কিছু অতিরিক্ত দায়িত্বের কথা তুলে দেশে আমার কিছু মহিলা আত্মীয়দের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছি। তবু সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, সুস্থতায় ও রুগ্নতায়, সুখে ও দুঃখে, সুসময়ে ও দুঃসময়ে, এবং ঘরে অথবা বাইরে, ইসলামী ভাবধারায় আমাদের জীবন কি একই সূত্রে বাঁধা নয়? তবে এটা আবার নারীদের প্রতি আরও অবিচার হবে, যদি এখন তারা যা ঘরে করে (রান্না, পরিবেশন, সন্তান-পরিবারের পরিচর্যা - জীবনের ইত্যাদি দৈনন্দিন মহৎ কার্যাবলী) সে সবের সাথে ঈদের ময়দানেও তাদের যেতে হয়। সেমাই, জর্দা, হালুয়া - আহ্:, সেই সব সুস্বাদু খাবার যেগুলো

ঈদের নামাজ থেকে ফিরে আমরা - পুরুষদের - উপভোগ করার কথা, সেগুলো তৈরী করা ও রাখার দায়িত্বের কি হবে তা না হয় নাই তুললাম।

আসলে ব্যাপারটা খুব কঠিন নয়। ঈদগাহে যাওয়া যেমন শুধু পুরুষদের জন্য নয়, তেমনি রান্না-বান্না/ধোয়া-মোছা/পরিবেশনা শুধু নারীদের জন্য নয়। সংসারের বিবিধ কাজে পুরুষ-নারী উভয়েরই কিছু ভাগ রয়েছে। আসলে, এ কথাটা কি ইসলামী শোনাচ্ছে? ঠিকই, আমাদের সামাজিক প্রথা হচ্ছে এই যে নারী-পুরুষদের জন্য একটি পূর্ণ শ্রম-বিভাজন রয়েছে। পুরুষদের জন্য হোল সামাজিকভাবে অধিকতর স্বীকৃত ও সম্মানিত ও কঠিনতর কাজগুলো। আমি আমার দাদা/নানা/আব্বাকে ঘরের তেমন কোন কাজ করতে দেখিনি। তবে সবার অভিজ্ঞতা এক নাও হতে পারে। আপনার? কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে এ রকমটিই শেখায়? আসুন দেখা যাক।

হযরত আল্-আসওয়াদ বর্ণনা করেনঃ আমি হযরত আয়িশাকে জিজ্ঞেস করলামঃ নবীজী তার গৃহে কি করতেন? সে বললোঃ 'গৃহে তিনি সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন। যখন নামাজের সময় হতো, তিনি নামাজে চলে যেতেন।' [সহীহ আল-বুখারী, ৮ম খন্ড, #৬৫]

ইসলামের সুস্পষ্ট ও তাগিদপূর্ণ নির্দেশনা থাকা স্বত্বেও নারীরা যে ঈদগাহ্ থেকে অনুপস্থিত, এটা ধর্মের, এক্ষেত্রে ইসলামের, নামে বিবিধ বিকৃতির পরিচায়ক। এসব বিকৃতি ও পথভ্রষ্টতার শুরু অনেক আগে থেকে। দুঃখজনক যে, সচেতনভাবে না হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস-সংকলকরাও এক ধরণের পক্ষপাতদুষ্টতার শিকার হয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরুপ, সহীহ মুসলিম-এ (ইংরেজী অনুবাদ; ২য় খন্ড, #১৯৩২-১৯৩৮) নারীদের ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনটি হাদীসেই নিম্নরুপ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছেঃ

- নবীজী 'আদেশ' করেছেন;
- আমাদেরকে 'আদেশ' দেয়া হয়েছে;
- নবীজী 'আদেশ' করেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে সম্মানিত হাদীস সংকলক তার সম্পাদকীয় ইখতিয়ারে প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেনঃ 'ঈদের দিনে ঈদগাহ পানে বাইরে যাবার অনুমতি' (আরবীতে 'ইবাহা')। এটা অনেকটা 'মুসলিমদের জন্য নামাজ, যাকাত বা হজ্জ্ব করার অনুমতি' বলার সমতুল্য! আমরা কি এরকমটি বলি যে নামাজ পড়া, যাকাত দেয়া, অথবা হজ্জ্ব আদায় করতে মুসলিমদের অনুমতি দেয়া হয়েছে? যে ব্যাপারে নবীজী 'আদেশ' দিয়েছেন, তা সংকলকের হাতে 'অনুমতি'তে পরিণত হয়েছে। পরিণতিতে হয়েছে ঈদগাহ্ থেকে নারীদের একেবারে নির্বাসন! উল্লেখ্য, কোন বিশেষ বিষয়ে কারও ভূল-ত্রুটি থেকে কোন সাধারণ (general) সিদ্ধান্ত টানা উচিৎ নয়, এবং আমার কথাগুলো থেকে হাদীস সংকলনগুলো বা সংকলকদের ব্যাপারেও কোন অসংগত, সাধারণ উপসংহার টানা বিবেচনাপূর্ণ হবে না। তাদের দৃষ্টান্তমূলক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনাভিত্তিক অবদান সামগ্রিকভাবে আমাদের জন্য

অনস্বীকার্যভাবে মূল্যবান।

ঈদগাহ্ থেকে নারীদের এই অনুপস্থিতি নিছক ঈদের সাথে সম্পৃক্ত নয়। আমাদের আপাতঃদৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিতে (যা আরও অন্যান্য দেশেও প্রযোজ্য হতে পারে), নারীরা মূলতঃ অর্থপূর্ণ ও গতিশীল কোন কিছুরই অংশ নয়। এটা বলতে আমার আনন্দ লাগে না, কিন্তু এটা বললে কি আমার ভুল হবে যে আমাদের ঈদ আসলে এক ধরণের পুরুষালী ঈদ?

বাংলাদেশে কখনো কখনো বেড়াতে গিয়ে, যখন ঈদের নামাজে যাবার সুযোগ হয়েছে, তার আলোকে আমি বলতে পারি যে, ঈদগাহ্ ছিল অর্ধ-পূর্ণ অথবা অর্ধ-শুন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে অর্ধ-পূর্ণ মনে করাটা এই অনৈসলামী অর্ধ-পূর্ণতার ব্যাপারে আমাদেরকে অভ্যস্ত করে তুলবে। এর অবশ্যই পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব যদি ভাল হয়, তাহলে এক্ষেত্রে ঈদগাহ্‌কে অর্ধ-শুন্য হিসেবে দেখা বা দেখতে পাওয়াই শ্রেয়, যাতে করে আমরা বাকী অর্ধেকের কথা কখনো ভূলে না যাই।

ইসলামের বৃহত্তর পথ-নির্দেশনার আলোকে, ঘর থেকে শিক্ষাঙ্গন এমনকি যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত, সমাজে নারীদের যথার্থ অংশগ্রহণ পরিবর্তন আমরা ইসলামের আলোকে যদি চাই, তা ঈদি (আনন্দিত) চিত্তে ঈদগাহ্ থেকেই শুরু হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরে, আমাদের ঈদের উৎসব-সামাজিকতায় আমাদের অমুসলিম বন্ধু-প্রতিবেশী-সুহৃদদেরও শামিল করার মত উদারতা থাকা প্রয়োজন। অবশ্য যদি তাদের আপত্তি না থাকে। তবে সেটা আরেকটা বিষয়, যা এ প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরের বাইরে।

*http://www.globalwebpost.com/farooqm/writings/islamic/eid.html

[লেখক যুক্তরাষ্ট্রের আপার আইওয়া ইউনির্ভাসিটিতে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর একজন সহযোগী অধ্যাপক।]

==

Personal Homepage: http://www.globalwebpost.com/farooqm
Genocide 1971: http://www.globalwebpost.com/genocide1971
Kazi Nazrul Islam Page: http://www.nazrul.org